THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

AL-HASAN IBN ‘ALI
His Life & Times
—এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম
হাসান ইবনে আলী رضي الله عنه

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ
জোজন আরিফ

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম হাসান ইবনে আলী রা.
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪১ / জুন ২০১৯
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা

ISBN : 978-984-94322-5-8

মূল্য : ৳৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র)

USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে লিবিয়ার বেনগাযী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ এবং দাওয়া বিভাগ থেকে ব্যাচেলরস অব আর্টসে ডিগ্রি-লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ সালে উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ থেকে তাফসীর, উলুমুল কুরআন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি-প্রাপ্ত। তিনি ১৯৯৯ সালে উম্মে দুরমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে ইতিমধ্যে তার রচিত চার খলীফার জীবনী অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তারই আরেকটি অনবদ্য কীর্তি হাসান *ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব রা. : শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু*। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি আরববিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নাসিরুদ্দীন আল-খাত্তাব কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে *ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক পাবলিশিং হাউস* (IIPH) প্রকাশনা থেকে *Al-Hasan Ibn Ali : His Life and Times* নামে প্রকাশিত হয়। আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ কিতাবেরই বাংলা অনুবাদ—*জীবন ও কর্ম : হাসান ইবনে আলী রা.*। উল্লেখ্য, কিতাবের মূল লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী থেকে তার লিখিত সবগুলো গ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের লিখিত অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করুন।

গ্রন্থটি ইংরেজি থেকে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুন অনুবাদক, সম্পাদক ও লেখক জোজন আরিফ। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বায়োটেকনোলজি এন্ড

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগ থেকে বি.এস.সি (ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে 'বায়োটেকনোলজি' বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদার হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনি ইলম চর্চার প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ ও ভালোবাসা রয়েছে। এ কারণে তিনি ইসলামিক স্টাডিজে ডিপ্লোমাও সম্পন্ন করেছেন এবং এখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাদরাসা কারিকুলামে অধ্যয়নরত রয়েছেন। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে তার বিশের অধিক অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষমাণ গ্রন্থে তার এসব যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের সমন্বয় ঘটেছে। পাঠকমাত্রই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজকে কবুল করুন।

ইসলামী ইতিহাসে মহান চার খলীফার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অনেক মুসলিম অবগত হলেও পঞ্চম খলীফা হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপ্তিময় জীবন সম্পর্কে খুব কমই ধারণা রাখে। মূলত ইসলামী খেলাফতের সমাপ্তিকাল সম্পর্কে রাসূল সা.-এর যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, এর বাস্তবায়ন ছিল হাসান ইবনে আলী রা.-এর খেলাফতকাল। এ কারণেই তার জীবনী জানা প্রবীণ ও তরুণ—উভয়ের জন্যই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যেই বেড়ে ওঠেন। এছাড়া তার দুনিয়াবিমুখ মহান চরিত্র গঠনে মাতা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও পিতা আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসব মহান ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ও ছায়া তার ওপর যে বিশাল ও বরকতময় প্রভাব ফেলেছিল, তা তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান হয়। উম্মাহর ঐক্যকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া, বৃহত্তর স্বার্থে নিজের দাবি ছেড়ে দেওয়া এবং মর্যাদা ও কর্তৃত্বের পদ ত্যাগ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খিলাফাতের আসন ছেড়ে দিয়ে হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমাণ করেছেন, মুসলিমদের মাঝে যে মতানৈক্য ছিল, তা নিতান্তই রাজনৈতিক। এটি মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বীনী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি।

হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী মুসলিম শাসকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এই

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চাকচিক্য কীভাবে বিসর্জন দিতে হয়, হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন থেকে সেই শিক্ষাই মূর্ত হয়ে ওঠে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে; প্রকৃতপক্ষেই যিনি সকলের জন্য এক উত্তম আদর্শ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্য এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

অনেকেই এই গ্রন্থটি প্রকাশে প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০৮ জুন ২০২০

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু—গৌরবান্বিত এক নাম; এ নামের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক সুমহান ব্যক্তিদের হৃদ্যতা, স্নেহময়তা ও ভালোবাসা। হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নেহের দৌহিত্র। তিনি কেবল নবীজির দৌহিত্রই নন, বরং তার সাথে আরও দুজন মহীয়সী নারীর নাম জড়িয়ে আছে; একদিকে তার মা নবী তনয়া ফাতিমাতুয যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহা, অপরদিকে তার নানী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা। শুধু তাই নয়, তার পিতা ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

এতকিছুর পরেও হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্য কারও পরিচয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং, তিনি ছিলেন তার নিজ ইলম, আমল, যুহদ, দানশীলতা, ক্ষমা, বিনয় ও নেতৃত্বের গুণে ভাস্বর। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন নববী আদর্শের মূর্তপ্রতীক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলীফা। তার মাধ্যমেই নববী পদাংকের অনুসরণে খেলাফতের ধারা পূর্ণতা পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আদরের দৌহিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার এই পুত্র হলো 'সাইয়্যিদ'। হয়তো তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দুপক্ষের মুসলিমদের মিলিয়ে দিবেন।'[১]

সর্বত্র যখন ফিতনা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক সে সময়ই তিনি খুলে দিয়েছেন উম্মাহর ঐক্যের দরজা। ক্ষমতার মসনদ ত্যাগ করে বেছে

[১] *সহীহ*, বুখারী : ২/৩০৬।

নিয়েছেন আপোষ ও মীমাংসার পথ। নিশ্চিত ধ্বংস থেকে তিনি উম্মাহকে রক্ষা করেছেন। বাস্তবায়ন করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী। নববী বাণীকে সত্যে পরিণত করার মাধ্যমে তিনি আরোহণ করেছেন শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায়। আজও মুসলিম উম্মাহ শ্রদ্ধাভরে এই মহান নেতার নাম স্মরণ করে। এমনকি বর্তমান যুগের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের জন্যও এই মহান ব্যক্তির জীবনে রয়েছে শিক্ষা ও আদর্শ।

সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন নববী বাগানের সুবাসিত পুষ্পকমল—সেই পুষ্প কেবল নববী যুগেই নয়, বরং যুগের পর যুগ ধরে সুবাস ছড়িয়ে চলেছে। বক্ষ্যমাণ বইটি যেন সেই সুবাসেরই বাস্তব প্রতিফলন। বইটিতে ফুটে উঠেছে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবীর কলমে হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনচরিত। একজন ইতিহাসবিদ ও গবেষক হিসেবে ড. আলী সাল্লাবীর রয়েছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম থেকে শাহাদাত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনী বইটিতে চিত্রায়িত হয়েছে। তাই বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এবং খুলাফায়ে রাশেদীন সিরিজের অন্যান্য বইগুলোর সাথে সামাঞ্জস্য রেখে বইটির নাম রাখা হয়েছে, *জীবন ও কর্ম : হাসান ইবনে আলী রা.।*

বইটি দুটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বে হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম, শৈশব, পরিবার ও ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে তার খেলাফত, গুণাবলী, সামাজিক জীবন, মুআবিয়ার সাথে শান্তি চুক্তি ও অন্তিম দিনগুলির বর্ণনা।

অনুবাদক হিসেবে এ কথা না বললেই নয়, বইটি রচনার ক্ষেত্রে ড. সাল্লাবী অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় তিনি বিন্যস্ত করেছেন ইতিহাসের ক্রমধারায়। অতঃপর একজন গবেষক হিসেবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেসব অধ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে ড. সাল্লাবীর তুলনা তিনি নিজেই। হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু কেন্দ্রিক বানোয়াট বর্ণনাসমূহের অসারতা তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষত সাহাবীদের নিয়ে শিয়ারা যেসব বিভ্রান্তি ছড়ায়, বইটি পাঠে খুব সহজেই সেগুলোর মুখোশ খসে পড়বে।

বক্ষ্যমাণ বইটি সময়ের অন্যতম সেরা প্রকাশনা *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত আমার প্রথম বই। সত্যের আধুনিক প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটি অত্যন্ত যত্নসহকারে সম্পাদনা করে দিয়েছেন এই প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী এবং প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমের খলীফা মুহতারাম মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব। কার্যত তিনি এমনসব বাক্য ও শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছেন যা না হলে বইটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এছাড়া বইটির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বাক্যবিন্যাসেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন। আমি তার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা তাকে যথাযথ প্রতিদান দান করুন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষার প্রাঞ্জলতাকে আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি অনুবাদ সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার। প্রয়োজনবোধে কিছু টীকাও সংযুক্ত করেছি। তবুও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। আশা করি, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এসব ভুল ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এতে যা কিছু কল্যাণকর, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তার দায়ভার আমারই—আমি এজন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন, বইটির উসিলায় আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং নেক আমলসমূহ কবুল করে নিন। তিনিই আমাদের প্রথম ও সর্বশেষ আশ্রয়।

রবের করুণা প্রত্যাশী
জোজন আরিফ
পল্লবী, ঢাকা।

০৬ জুন ২০২০ ঈসায়ী
১৩ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৫

প্রথম পর্ব

জন্ম থেকে খিলাফাত

প্রথম অধ্যায় : নাম, বংশ, জন্ম ও পরিবার ৩৩
১.১। নাম ও বংশ পরিচয় ৩৩
১.২। জন্ম, নামকরণ, উপাধি এবং নবজাতকের নামকরণ ৩৩
১.৩। রাসূলুল্লাহ সা. হাসান রা.-এর কানে আযান দেন ৩৬
১.৪। তাহনীক ৩৬
১.৫। মাথা মুণ্ডন করা ৩৭
১.৬। আকীকা ৩৮
১.৭। খৎনা ৪০
১.৮। তার দুধ-মা : উম্মুল ফযল রা. ৪০
১.৯। তার বৈবাহিক অবস্থা ৪৩
১.১০। তার সন্তানসন্ততি ৪৯
১.১১। তার ভাই-বোন ৫৪
১.১২। তার চাচা এবং ফুফু ৫৮
১.১৩। তার মামা ও খালা ৬১

দ্বিতীয় অধ্যায় : তার মা—ফাতিমা রা. ৬৯
২.১। বিয়ের মোহর ও পোশাক ৬৯
২.২। বিয়ে ৭২
২.৩। ওয়ালিমা ৭৩
২.৪। আলী রা. ও ফাতিমা রা.-এর জীবনযাত্রা ৭৪
২.৫। ফাতিমা রা.-এর দুনিয়াবিমুখতা ও ধৈর্য ৭৬
২.৬। ফাতিমা রা.-এর প্রতি রাসূল সা.-এর ভালোবাসা ৭৯
২.৭। ফাতিমা রা.-এর কথাবার্তায় আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা ৮১
২.৮। দুনিয়া ও আখেরাতে ফাতিমা রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব ৮২
২.৯। আবু বকর রা., ফাতিমা রা. এবং রাসূল সা.-এর সম্পত্তি ৮২
২.১০। আবু বকর রা.-এর প্রতি ফাতিমা রা.-এর বন্ধুসুলভ আচরণ ৮৪
২.১১। তার মৃত্যু ৮৮

তৃতীয় অধ্যায় : রাসূল সা.-এর নিকট তার মর্যাদা ৯২
৩.১। হাসান রা.-এর প্রতি রাসূল সা.-এর স্নেহ-ভালোবাসা ৯২
৩.২। শিশুদের মানসিক বিকাশের নির্দেশিকা ৯৭
৩.২.১। শিশুদের চুমু দেওয়া এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি ৯৭
৩.২.২। শিশুদের সাথে কৌতুক ও খেলা করা ৯৭
৩.২.৩। শিশুদের উপহার দেওয়া ৯৯
৩.২.৪। শিশুদের মাথায় হাত বোলানো ৯৯
৩.২.৫। শিশুদের স্বাগত জানানো ১০০
৩.২.৬। শিশুদের চোখে চোখে রাখা ১০০
৩.৩। নবী সা.-এর সাথে হাসান ইবনে আলী রা.-এর সাদৃশ্য ১০২
৩.৪। হাসান রা. এবং হুসাইন রা. : জান্নাতী যুবকদের সর্দার ১০৫
৩.৫। তারা দুজন আমার ইহকালীন জীবনের সুগন্ধি ফুল ১০৭
৩.৬। পার্থিব ও পরকালীন জীবনে হাসান রা.-এর নেতৃত্ব ১০৯
৩.৭। আমি আল্লাহর পবিত্র কালামের উসিলায় প্রত্যেক অনিষ্টকর ১১২
৩.৮। রাসূলুল্লাহ সা.থেকে হাসান রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ১১৩
৩.৯। হাসান রা.কর্তৃক আল্লাহর রাসূল সা.-এর বিবরণ ১১৯
৩.১০। পবিত্রতার আয়াত ও চাদরের হাদীস ১২৪
৩.১১। আয়াতে মুবাহালা এবং নাজরান থেকে খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিদল ১৪৪
৩.১২। হাসান রা.-এর বেড়ে ওঠা ১৪৭
৩.১৩। হাসানের লালন-পালনে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ১৫০

চতুর্থ অধ্যায় : খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল ১৫১
৪.১। আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.-এর খিলাফাতকালে ১৫১
৪.২। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফাতকালে ১৬৯
৪.৩। উসমান ইবনে আফফান রা.-এর খিলাফাতকালে ১৭২
৪.৪। তার পিতা আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর খিলাফাতকালে ১৭৯
৪.৪.১। আলী রা. কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন ১৮০
৪.৪.২। পিতার প্রতি হাসানের উপদেশ ১৮১
৪.৪.৩। কুফাবাসীকে সমবেত করতে হাসান রা.-এর ভূমিকা ১৮৩
৪.৪.৪। আপোষ ও মীমাংসার প্রয়াস ১৮৪
৪.৪.৫। জঙ্গে জামাল ১৮৫
৪.৪.৬। জঙ্গে সিফফিন ১৮৭
৪.৪.৭। যুদ্ধ সম্পর্কে হাসান রা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৩
৪.৪.৮। আলী রা.-এর শাহাদাত ১৯৫
৪.৪.৯। পুত্রদের প্রতি আলী রা.-এর অন্তিম উপদেশ ১৯৭
৪.৪.১০। আলী রা. তার হত্যাকারীর অঙ্গচ্ছেদ করতে নিষেধ ২০২
৪.৪.১১। পিতার মৃত্যুর পরে হাসান রা.-এর বক্তব্য ২০৩
৪.৪.১২। আলী রা.-এর মৃত্যুতে মুআবিয়া রা.-এর প্রতিক্রিয়া ২০৪

দ্বিতীয় পর্ব

হাসান রা.-এর খিলাফাত এবং তার ঐক্য প্রচেষ্টা

পঞ্চম অধ্যায় : হাসান রা.-এর হাতে আনুগত্যের শপথ ২০৭
৫.১। পিতা কর্তৃক খলীফা নিযুক্ত হওয়ার অসারতা ২০৯
৫.২। সুন্নীদের বই থেকে বারো ইমামে বিশ্বাসী শিয়ারা ২১৬
৫.৩। আমীরুল মুমিনীন হাসান রা.-এর খিলাফাতকাল ২১৯
৫.৪। পিতার মৃত্যুর পর হাসানের সাথে বিশুদ্ধভাবে সম্পৃক্ত করা ২২৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক মর্যাদা ২৩২
৬.১। তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ২৩২
৬.১.১। তার ইলম ২৩২
৬.১.২। তার ইবাদাত ২৪৫
৬.১.৩। তার যুহদ এবং দুনিয়া বিমুখতা ২৪৮
৬.১.৪। তার বদান্যতা ২৫১
৬.১.৫। তার ক্ষমা ২৫৬
৬.১.৬। তার বিনয় ২৫৮
৬.১.৭। তার নেতৃত্ব ২৫৯
৬.২। তার শারীরিক গুণাবলী ২৬২

সপ্তম অধ্যায় : সমাজ জীবনে হাসান রা.-এর আচরণ ২৬৩
৭.১। রাজ'আহ আকীদায় বিশ্বাস করা সম্পর্কে তার খণ্ডন ২৬৩
৭.২। মানুষের প্রয়োজন পূরণে হাসান রা.-এর ভূমিকা ২৬৫
৭.৩। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর কন্যার সাথে তার বিবাহ ২৬৭
৭.৪। খাওলাহ বিনতে মানযুরের সাথে তার বিবাহ ২৬৮
৭.৫। তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীনদের তাদের নিকাব ব্যতীত দেখেননি ২৬৯
৭.৬। নবী সা.-এর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুযোগ অপব্যবহার ২৬৯
৭.৭। আশআস ইবনে কায়সের জানাযার নামাযে ইমামতি ২৭০
৭.৮। দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে তার অপূর্ব আচরণ ২৭১
৭.৯। জনসমাবেশে তার আচরণ ২৭১
৭.১০। জনসাধারণের সাথে তার উত্তম আচরণ ২৭২
৭.১১। পাথর দিয়ে খেলাধুলা ২৭২
৭.১২। অতিরিক্ত কথাবার্তা এড়িয়ে চলা ২৭৩
৭.১৩। উসামা ইবনে যায়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ২৭৩
৭.১৪। দরিদ্র ইহুদির কাছে তার ব্যাখ্যা ২৭৪
৭.১৫। হাসান ও হুসাইনের প্রতি ইবনে আব্বাসের সম্মান ২৭৫
৭.১৬। হাসানের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর প্রশংসা ২৭৬

৭.১৭। হাসান ও হুসাইনের মধ্যকার সম্পর্ক ২৭৭
৭.১৮। যার ছিল উচ্চবংশীয় পিতামাতা, নানা-নানী ২৭৭
৭.১৯। হাসান ও হুসাইনের প্রতি জনসাধারণের ভালোবাসা ২৭৮

অষ্টম অধ্যায় : হাসান রা.-এর কথা, বক্তব্য ও নসীহত ২৭৯
৮.১। আত্মার রোগ সম্পর্কে হাসানের সতর্কবাণী ২৭৯
৮.২। সন্তুষ্টি সম্পর্কে হাসান ও আবু যরের ধারণা ২৮১
৮.৩। মহান চরিত্র ও মনোভাব ২৮২
৮.৪। অনুমান এড়িয়ে চলা ২৮৫
৮.৫। পরামর্শ ও আলোচনা ২৮৬
৮.৬। হাসান রা. নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ২৮৭

নবম অধ্যায় : হাসান রা.-এর খেলাফতকালের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ ২৯১
৯.১। কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদাহ ২৯৩
৯.২। উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ২৯৪
৯.৩। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবি তালিব আল-হাশিমী ২৯৫

দশম অধ্যায় : মুয়াবিয়া রা.-এর সাথে শান্তি চুক্তি ৩০১
১০.১। শান্তি চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়সমূহ ৩০৫
১০.২। শান্তি চুক্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং উদ্দেশ্য ৩৩০
১০.৩। শান্তি চুক্তির শর্তসমূহ ৩৫০
১০.৪। শান্তি চুক্তির ফলাফল ৩৬৬
১০.৫। মুআবিয়া রা.-এর কাছে খিলাফাতের দায়িত্ব অর্পণ ৩৭২
১০.৬। শান্তি চুক্তির পর হাসানের মাদানী জীবন ৩৮০
১০.৭। হাসানের স্বপ্ন এবং মৃত্যুর ওপারে যাত্রা ৩৯৩
১০.৭.১। হাসানের অন্তিম দিনগুলি ৩৯৪
১০.৭.২। হুসাইনের প্রতি হাসানের উপদেশ ৩৯৫
১০.৭.৩। হাসানের শেষ ইবাদাত ৩৯৬
১০.৭.৪। হাসানের অন্তিম মুহূর্ত ৩৯৮
১০.৭.৫। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন ৩৯৯
১০.৭.৬। হাসানের মৃত্যুসন ও বয়স ৪০৩

উপসংহার ৪০৫

গ্রন্থপঞ্জি ৪০৭